নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ২৩, পৃ. ৭৩-৮৮
© ২০১৮ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রামীণ সমাজ গবেষণা: বাংলাদেশে গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনশীলতার স্বরূপ অনুসন্ধান[১]

রঞ্জন সাহা পার্থ *

Abstract: 'Village' and 'rural society' is perceived as an important field as well as methodological issue of anthropology. From the era of 1950s to present, many researchers conceptualize Village and rural Society in different ways. Though the economic and social condition of village bring change the conceptualization of rural Society. Researchers' are trying to define the society by involving the social structure, stratification, caste system, and economic condition, level of society. Since the Urban Anthropologist shows the eagerness in urban research in the decade of 1980, it is observe that intent to differentiate of rural and urban became important. In this context, 'Village' is perceived by as 'agricultural unit' and Urban is as 'industrial unit'. In the definition of village, the character of family was identified by the symbol of joint family. Moreover, socio-political structure, land ownership, tradition of caste and economic system perceive as an informal system. On the other hand, urban society is symbolized as an industrial society which family characteristic is nuclear family. Social, political and economic system of urban society is interrelated to the national structured institutions. Leveling of village and rural Society is intended to consider land ownership is vital component. In regards to the social stratification of village, land ownership is considered as a key component. Moreover, in the context of analyzing the socio-economic context of rural society in Bangladesh, land ownership has been perceived as an important indicator in the social research. Considering these components when I started my research work I have been observed that, though the land ownership is an important factor the rural people experiencing through the different kinds of social transformation system in the recent decades. If the involve these transformation in the definition of Village Society, it also change the definition that are given by previous researchers in the both cases of urban and rural society. In this context I argue, it is difficult to understand the village and urban area by this dichotomous socio-economic relationship of 'Village means agriculture' and 'Urban means industry'. It is not sufficient to define the Village by some factors such as land based social

---

১. প্রবন্ধটি এথনোগ্রফিক গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে লিখিত। মূল গবেষণা এলাকা হিসেবে টাঙ্গাইল জেলার শিবপুর গ্রামকে নির্ধারিত করা হলেও পার্শ্ববর্তী গ্রাম বেথুইর, টাঙ্গাইল সদর সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষজনের স্বাক্ষাৎকার সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি ছিল গুণগত যেখানে সাক্ষাৎকার, এফজিডি এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা সময়কাল ২০১৭ সালের জানুয়ারি-মার্চ। গবেষণা কর্মটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের গবেষণা প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত।

* সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
ই-মেইল : parthoju@gmail.com

stratification system, structure of joint family, informal political system. The context of Village and its society has been changing by the innovation of modern agriculture based technology, new relationship between market and agriculture, increasing migration to the city, newly adopted electoral system of Union Parishad under the influence of national politics, activities of NGOs, establishment of agriculture based industry and etc. This article tries to understand the background of social transformation of village in Bangladesh.

১. ভূমিকা:

'গ্রাম' ও গ্রামীণ সমাজ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হিসেবে বিবেচিত। ১৯৫০ দশক থেকে বর্তমান পর্যন্ত বহু গবেষক গ্রাম ও গ্রামীণ সমাজকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রামের ধারণারও পরিবর্তন ঘটে। গ্রাম সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সমাজ কাঠামো, সামাজিক স্তরায়ন, গৃহস্থালী, জাতিবর্ণ ব্যবস্থার মতো নানাবিধ বিষয় স্থান পায় (করিম, ১৯৫৬; মূখার্জি, ১৯৭১)। বিগত তিন দশকে গ্রামীণ সমাজ গবেষণায় প্রধান যে পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে 'গ্রাম'কে ধ্রুপদী সমাজবিজ্ঞানীদের মতো করে 'isolated' এবং 'bounded' স্থান হিসেবে না বিবেচনা করে বরং পারিপার্শ্বিকতার সাথে সম্পর্কিত করে দেখা। ৮০'র দশক ও তার পরবর্তী সময়ে নগর নৃবিজ্ঞানের বিস্তার গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্যকরণের সূচনা করে, যেখানে গ্রামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা হয় কৃষির সাথে সম্পর্কিত করে, পারিবারিক কাঠামোকে দেখা হয় যৌথতার প্রতীক হিসেবে। একই সাথে রাজনৈতিক কাঠামো ভূমির মালিকানা ও জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত করে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি গ্রামের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করা হয় 'informal' হিসেবে (হার্টম্যান ও বয়েস, ১৯৮৩; আরেফিন, ১৯৯৪)। অপরদিকে শহরের সমাজকে চিত্রায়িত করা হয় শিল্পায়িত সমাজ হিসেবে যার পারিবারিক চরিত্র হচ্ছে একক পরিবার, রাজনৈতিক কাঠামো, জাতীয় রাজনীতি দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত, মর্যাদার ধারণা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুঁজির আন্তঃসম্পর্কের মিশ্রণ।

গ্রাম গবেষণায় সামাজিক স্তরায়নের ও শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে 'ভূমি মালিকানা' প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত (বার্টোসি, ১৯৭০; জানসেন, ১৯৯০; জাহাঙ্গীর, ১৯৯৩)। এ প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনাতে ভূমি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করলেও তা পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামো বিশ্লেষণে কতটুকু ভূমিকা রাখে- এই জিজ্ঞাসাকে সামনে নিয়ে আমি এই গবেষণা কর্মটি শুরু করি। গবেষণা এলাকার মানুষজনের অভিজ্ঞতার আলোকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, বিগত দুই দশকে গ্রামীন জনগোষ্ঠী নানা ধরনের পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনশীলতার অভিজ্ঞতাকে যদি আমরা 'গ্রাম' সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্তি করি তাহলে দেখতে পাব যে, প্রচলিত গবেষণায় শহরে শিল্পায়িত সমাজের বিপরীতে গ্রামীণ সমাজের যে কৃষি ও ভূমিভিত্তিক সমাজ এর যে চিত্র দাঁড় করানো হয় সে প্রেক্ষাপটটি

বহুলাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। 'গ্রাম মানে কৃষি' আর 'শহর মানে শিল্প' এ ধরনের আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের আলোকে যেমন গ্রামের পরিবর্তনশীলতাকে বুঝা সম্ভব নয় তেমনি ভূমিভিত্তিক সামাজিক স্তরায়ন, যৌথ পারিবারিক কাঠামো ও 'informal' রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার আলোকেও গ্রাম সংজ্ঞায়ন করাটাও অপ্রতুল। ক্রমবর্ধমান অভিবাসন, কৃষির সাথে শিল্পের যোগাযোগ, আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে জাতীয় রাজনীতির প্রভাব, এনজিও কার্যক্রমসহ কৃষি জমিতে ক্রমবর্ধমান শিল্প কারখানা স্থাপন গ্রামের চরিত্রকে বহুলাংশে পাল্টে ফেলে। এই প্রবন্ধে গ্রামের এই পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট এথনোগ্রাফিক তথ্যের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

২. তাত্ত্বিক আলোচনাঃ বাংলা অঞ্চলে গ্রামীণ সমাজ অধ্যয়ন

গ্রামীণ সমাজ অধ্যয়নের ইতিহাস সুদীর্ঘ যদিও গবেষণার উদ্দেশ্য তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত ভিন্নতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশে (এককালীন ভারতবর্ষে) গ্রামীণ সমাজ গবেষণার সূত্রপাত হয় উপনিবেশিক শাসকদের হাত ধরেই। ব্রিটিশ শাসকদের শাসন কার্য পরিচালনার জন্য গ্রামের মানুষের সম্পর্কে জানা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। শুরুর দিকে 'বর্ণ' ও 'ট্রাইব' মানুষজন এবং তাদের ভূমি মালিকানার পরিসংখ্যানিক তথ্য জানার আগ্রহ থাকলেও পরবর্তীতে রিজলী, এডগার থার্সটন, উইলিয়া কুক[২] এবং আর অনেক গবেষকগণ গ্রাম এর সম্পদ ও কৃষি অর্থনীতি সম্পর্কে অনুসন্ধানে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পাওয়েল (১৮৯২) এর দ্য ল্যান্ড সিস্টেম অফ বৃটিশ ইন্ডিয়া স্যার হেনরী মেইন এর অ্যান্সিয়েন্ট ল' (১৮৬১) ভারত বর্ষের ভূমি ব্যবস্থাপনার স্বরূপ তুলে ধরে। স্যার হেনরী মেইন এর ভিলেজ কমিউনিটিজিন দ্য ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট গ্রন্থে ভূমি ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি গ্রামীণ সম্প্রদায়ভূক্ত জনজীবনের কথা জানতে পারা যায়। গিলবার্ট শ্লেটার সাম সাউথ ইন্ডিয়া ভিলেজ (১৯১৮) গ্রন্থটি ১২টি গ্রামের উপর করা সার্ভে তথ্যের আলোকে লিখিত ভারতবর্ষে গ্রাম গবেষণা মূলক সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম। ১৯২৬ সালে রয়্যাল কমিশন অফ এগ্রিকালচার[৩] গ্রামের দারিদ্রতা, কৃষি ব্যবস্থা, বর্ণপ্রথার মতো বিষয়গুলোকে গবেষণার রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করে। ১৯২৮ সালের একটি রিপোর্টে দেখানো হয় যে, বর্গাচাষীরা দিন দিন প্রান্তিকতার দিকে পর্যবসিত হচ্ছে। ধনী বর্গাদারদের সাথে ঔপনিবেশিক শাসকদের যোগাযোগ প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থানকে আরও প্রান্তিক করে তুলছে। প্রান্তিক চাষীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনও এই রিপোর্টের অন্যতম একটি জায়গা। মূলত শুরুর দিকে গ্রামীণ মানুষ তথা কৃষকদের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে যেসব গবেষণা কাজ সম্পাদিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই রিপোর্ট। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর রাষ্ট্র 'গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে ভাবনা শুরু করে। কৃষি অর্থনীতিবিদরা প্রতিবেশ, ভূমি মালিকানা, ভূমির ব্যবহার,

---

২. বিস্তরিত দেখুন, Shah, A.M. (1973) The Household Dimension of Family in India, Orient Longman, Delhi.

৩. বিস্তরিত দেখুন, Mukherjee, R. (1971) Six Villages of Bengal, Popular Prokasahn, Bombay.

কৃষির ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তর কাজ শুরু করলেও তা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকে যেখানে সমাজতাত্ত্বিকদের অংশগ্রহণ খুবই কম।

হ্যারল্ড ম্যান[4] নামক একজন গবেষক 'ভিলেজ স্টাডিজ' হিসেবে যে ১৯১৫ গ্রাম সমীক্ষা চালান তা অর্থনৈতিক সমীক্ষা হলেও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্ব রাখে। পরবর্তীতে বহু গবেষকই ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রাম গবেষণা কার্য সম্পাদন করেন যেখানে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সামাজিক সম্পর্ক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

ঔপনিবেশিক সময়ে বাংলা অঞ্চলে গ্রামীণ সমাজ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অধ্যাপক এন সি ভট্টাচার্য্য এবং আই এ নাটিসাম এর 'সাম বেঙ্গল ভিলেজঃ এ্যান ইকোনমিক সার্ভে'(১৯৩২)[৫] কাজটি অন্যতম। তার পদ্ধতিগত ভাবে এ ধরনের গ্রাম সমাজ অধ্যয়ন গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামো, দারিদ্র্য, অপুষ্টিগত বিষয়গুলোর উপর বেশী গুরুত্বারোপ করেন। কৃষক সমাজ এর অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অনুসন্ধান এর মূল জায়গা হলেও সামাজিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু ছিল এখানে গৌন। তবে ঔপনিবেশিকতার সময়ে পূর্ব বাংলার কৃষক সমাজ বা গ্রামীণ কাঠামো নিয়ে খুব বেশী গবেষণার সন্ধান পাওয়া যায় না।

দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় গ্রামীণ সমাজ নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে। অর্থনৈতিক সমীক্ষার পাশাপাশি সমাজতাত্ত্বিকরাও গ্রাম গবেষণায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মুখার্জী (১৯৭১), করিম (১৯৫৬), হারা (১৯৬৭) সহ প্রমূখ সমাজ তাত্ত্বিকগণ পূর্ববাংলার গ্রামীণ সমাজ কাঠামো, স্তরায়নসহ সামাজিক সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করেন। তাদের মতে, পূর্ব বাংলার গ্রামীণ সমাজ হচ্ছে 'স্বনির্ভর' (Self-sufficient)। হিন্দু প্রধান গ্রামে 'বর্ণ প্রথা' যেমন এই স্তরায়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। মুসলিম প্রধান গ্রামে 'বংশ ব্যবস্থা' স্তরায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। পেশা ও সম্পত্তির পরিমানের ভিত্তিতে এ বংশগুলোর পদবী নির্ধারিত হয়। বিয়েসহ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে মুসলিম গ্রামগুলোতে এ ধরণের বংশ ব্যবস্থার গুরুত্বও অপরিসীম (করিম, ১৯৬১)।

মুখার্জী (১৯৭১) সালে দেখান যে ধর্মীয় বর্ণপ্রথা ও জমির পরিমাণ গ্রামীণ সামাজিক স্তরায়নের অন্যতম নিয়ামক। এ ধরনের ধর্মীয় প্রথা শুধু হিন্দু সমাজে নয়, মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সমাজতাত্ত্বিকদের গ্রাম গবেষণায় জাতিবর্ণ ব্যবস্থা, বংশ কাঠামো, সামাজিক স্তরায়ন, গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক কাঠামোর 'স্বনির্ভর' ব্যবস্থার গুরুত্ব নিয়ে নিবিড় বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয়।

---

৪. বিস্তরিত দেখুন, Hafeez, Z. (1970) The Village Culture in Transition, East West Centre Press, Honululu.

৫. অধ্যাপক এন সি ভট্টাচার্য্য এবং আই এ নাটিসাম এর 'Some Bengal Village: An Economic Survey' (1932) উল্লেখিত হয়েছে Nichlas, R W (1962) Villages of Bengal Delta: A study of Ecology and Peasant Society. Unpublished PhD Thesis University of Chicago.

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণা কাজগুলো কার্ল মাক্স ও ম্যাক্স ওয়েবার এর তত্ত্বীয় প্রভাব বিদ্যমান। চৌধুরী (১৯৭৮) এর প্রকাশিত গ্রন্থ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বর্ণ প্রথা বিশ্লেষণে ম্যাক্স ওয়েবার এর তত্ত্বীয় প্রভাব খুব বেশী। একই সাথে তিনি দেখান যে, গ্রামীণ সামাজিক সম্পর্ক, ক্ষমতা, মর্যাদা এবং শ্রেণী কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ। বিগত তিন দশকে বাংলাদেশে গ্রাম গবেষণায় যে গুরুত্বপূর্ন দিক উন্মোচিত হয় সেটি হচ্ছে, গ্রামকে 'isolated' স্থান হিসেবে না দেখে তার সাথে অন্যন্য স্থানের যোগাযোগকে খুজতে চাওয়া, যার মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষের গতিশীলতার স্বরূপ অনুসন্ধান করা। এক্ষেত্রে মার্কিন নৃবিজ্ঞানী রবার্ট রেডফিল্ডের কাজটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ন। তিনি মেক্সিকান গ্রামের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখান যে, কৃষক শুধু কৃষিকাজের সাথে সম্পর্কিত থেকেও সমাজ কাঠামোর অপরাপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সাথেও যুক্ত। মেক্সিকান কৃষকের গতিশীলতা শুধু নিজ গ্রামে সীমাবদ্ধ নয় বরং পারিপার্শ্বিক সমাজ ব্যবস্থার সাথেও সম্পর্কিত।

আশির দশকের গবেষণা কাজগুলোতে ভূমির পরিমাণের ভিত্তিতে গ্রামীণ শ্রেণী কাঠামোর বিশ্লেষণ করার একটি প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর (১৯৯৩), জানসেন (১৯৯০), বার্টোচি (১৯৭০) এর কাজে মিলের জায়গা হচ্ছে ভূমির পরিমাণের ভিত্তিতে শ্রেণী কাঠামো নির্ণয়। আবার কিছু গবেষণায় গ্রামীণ শ্রেণী বৈষম্যর স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে দেখা যায়। হার্টম্যান ও বয়েস (১৯৮৩) গ্রামীণ সামাজিক সম্পর্ককে শুধুমাত্র ভূমির মালিকানার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে প্রাযুক্তিক প্রভাব, কৃষি কাঠামোর পরিবর্তনশীলতার স্বরূপ চিহ্নিত করতে গিয়ে কৃষক সমাজের বহুমাত্রিক প্রান্তিকতা অনুসন্ধান করেন। যেখানে গ্রামীণ সমাজের কৃষি ও ভূমি বহির্ভূত আয়ের বিষয়গুলি সম্পর্কিত।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ অধ্যয়নের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণে যে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় যে, 'গ্রাম' ও 'কৃষি' এর যোগাযোগ খুবই নিবিড়। ঔপনিবেশিক আমলের গ্রামীণ সমাজ অধ্যয়ন এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষি কাঠামোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে 'বর্ণ প্রথা' আলোকপাত হলেও প্রভাবশালীদের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে কৃষি উৎপাদন কাঠামোর কতৃত্ব স্থাপন গ্রামীণ ক্ষমতার একটি অন্যতম উৎস হিসেবে বিশ্লেষিত হয়েছে। তবে মাইকেল কেয়ার্নির 'রিকন্সেপচুয়ালাইজিং পেজেন্টি' প্রকাশিত হবার পর গ্রামীণ সমাজ কীভাবে বিশ্বায়নের প্রভাবে পরিবর্তিত বা জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক পরিসরের সাথেও যুক্ত হচ্ছে তা একাডেমিক পরিসরে সামনে চলে আসে। এক্ষত্রে গ্রাম-শহরের যোগাযোগ, কৃষির বানিজ্যিকীকরন সহ নানা বিষয় আলোচিত হয়।

কেয়ার্নির গবেষণা পরবর্তী সময়কালে গ্রামীণ সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় সেটি হচ্ছে গ্রামকে কোন "বিচ্ছিন্ন" এবং "স্থির" স্থান হিসেবে না বিবেচনা করে বরং পারিপর্শ্বিকতার সাথে সম্পর্কিত করে দেখা। গ্রাম সমাজ গবেষণার এই ধারাটি মূলত উত্তর-কাঠামোবাদী চিন্তা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। কেয়ার্নির তাত্ত্বিক অবস্থান ও তার প্রভাব বাংলাদেশের কৃষক সমাজ বুঝবার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আইয়ুব (২০০৪) এর "কৃষক গৃহস্থালীর পূন:প্রত্যয়ীকরণ"

মূলত: বিশ্বায়ন কৃষক গৃহস্থালীর উপর কীধরনের প্রভাব ফেলে এবং গৃহস্থালীর সনাতনী চরিত্রকে কীভাবে পাল্টে ফেলে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়। পার্থ (২০০৮) কৃষক সমাজের যোগাযোগের ধরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শহরের মিডিয়া, সুপার সপ, ভোক্তার আচরণ সহ জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিসরের আন্তঃ সম্পর্কতার স্বরূপ তুলে ধরেন। আমার এই গবেষণা কর্মটি এ ধরণের তাত্ত্বিক ধারা দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। আমি এই প্রবন্ধেও গ্রাম সমাজ গবেষণার ক্ষেত্রে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, শুধুমাত্র 'কৃষি'র ভিত্তিতে গ্রামের সঙ্গায়ন আর শিল্পায়িত সমাজ কাঠামোর আলোকে শহরকে বিশ্লেষণ দ্বারা যেমন কোন সমাজের পরিবর্তনশীলতাকে বুঝা সম্ভব নয় তেমনি ভূমিভিত্তিক সামাজিক স্তরায়ন, ও যৌথ পারিবারিক কাঠামো, অকাঠামোগত রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার আলোকেও গ্রাম সংজ্ঞায়ন করাটাও অপ্রতুল। 'গ্রাম' বনাম 'শহর'এই ধরণের বীপরিত কাঠামোর মধ্যদিয়ে গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন ব্যাখ্যা করাটাও সমস্যাজনক। আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ, ক্রমবর্ধমান অভিবাসন, কৃষির সাথে শিল্পের যোগাযোগ, জাতীয় রাজনীতির প্রভাব, এনজিও সম্প্রসারণ সহ ক্রমবর্ধমান শিল্প কারখানা স্থাপন গ্রামের চরিত্রকে বহুলাংশে পাল্টে ফেলে। এই প্রবন্ধে গ্রামের এই পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট এথনোগ্রাফিক তথ্যের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর যে গবেষণাগুলো শ্রেণী বৈষম্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে সে ক্ষেত্রেও ভূমি মালিকানা প্রধান নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এমতাবস্থায় গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনশীলতা অনুসন্ধানের জন্য আমি প্রধানত তিনটি বিষয়কে সামনে নিয়ে গবেষণা কাজ শুরু করি: প্রথমত: গ্রাম-শহরের সঙ্গায়ন- যেখানে গ্রাম বলতে 'কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা' আর শহর বলতে 'শিল্প ব্যবস্থা' কে ধ্রুপদি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা সাহিত্যগুলো বিশ্লেষণ করে, সেই দ্বৈত ব্যবস্থার আলোকে পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সমাজ কাঠামোকে বুঝতে পারা সম্ভব কিনা তা খতিয়ে দেখা। দ্বিতীয়ত: প্রচলিত এথনোগ্রফিক গবেষণা সাহিত্যে যেভাবে গ্রাম বলতে ভূমি নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা/ শ্রেণী কাঠামোকে চিহ্নিত করা হয়, তার দ্বারা গ্রামীণ শ্রেণী কাঠামোর বহুরূপীতা প্রকাশ পায় কি না তান বিশ্লেষণ দাঁড় করা। এবং বাংলাদেশের 'গ্রাম' এর ধারণা সমরূপ কি না প্রচলিত গবেষনায় অঞ্চল ভেদে যে গ্রাম এর ধারণার ব্যতিক্রমধর্মীতা বিশ্লেষিত হয় কি না - এই জিজ্ঞাসা সমূহ অনুসন্ধানের জন্য আমি মাঠকর্ম ভিত্তিক গ্রাম গবেষণা সম্পাদন করি। মাঠকর্মের প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই প্রবন্ধটি রচিত যা নিম্নের বিভিন্ন অংশে আলোকপাত করা হল।

৩. সামাজিক স্তরায়ন, ভূমি মালিকানা ও পরিবর্তনশীল গ্রামীণ অর্থনীতি

গ্রামীণ সমাজ গবেষণায় ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ একটি প্রচলিত পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ভূমির মালিকানার ভিত্তিতে ধনী, মধ্যবিত্ত, বর্গাচাষী, ভূমিহীন দিনমজুর এর মতো শ্রেণীকরণ বহু এথনোগ্রাফিক গবেষণায় দেখতে পাওয়া যায়, যদিও গবেষণাভেদে নামকরণের পার্থক্য রয়েছে। ভূমির মালিকানার ভিত্তিতে এ ধরণের শ্রেণীকরণ সামাজিক সম্পর্ক ও মর্যাদার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে আবার অনেক গবেষক শুধমাত্র ভূমির মালিকানার

ভিত্তিতে অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণ কে সমস্যায়িত করেছেন (আলম, ২০০০; সুমন, ২০০৩)। ভূমি ছাড়াও অকৃষি খাতের আয়ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। আমার গবেষণা এলাকাতে অকৃষি খাতের আয়ও সমসাময়িককালে অর্থনৈতিক স্যাবলম্বীতা/স্বচ্ছলতা বা মর্যাদার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ বিষয়টি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমি কয়েকটি এথনোগ্রাফিক উদাহরণ দেবার চেষ্টা করব-

মূলতঃ আমার গবেষণা এলাকা টাঙ্গাইল এর শিবপুর গ্রামকে উদাহরণ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছি। শিবপুর লিখিত ভাবে এখনো 'গ্রাম' হিসেবে চিহ্নিত থাকলেও "কৃষি-শিল্প"র বিভাজিত সংজ্ঞার প্রেক্ষাপটে একে বলা যাবে কিনা তা বিশদ বিশ্লেষণের দাবী রাখে। ঐতিহাসিকভাবে এই গ্রামের মানুষ কৃষিকাজের সাথে যুক্ত থাকলেও নগরায়নের প্রভাব এই স্থানটিকে আর গ্রাম-শহরের বিভাজিত সংজ্ঞায়নের মধ্যে ফেলা যায় না। এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠদের অভিজ্ঞতায় জানা যায়, কৃষিভিত্তিক সমাজ থাকাকালীন সময়ে ভূমির মালিকানা অর্থনৈতিক শ্রেণীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন রাখলেও এখন অকৃষি পেশায় নিয়োজিত অনেক ব্যক্তিই অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এমনকি সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে মর্যাদাবান। বিশেষতঃ (যমুনা বহুমূখী সেতু) বঙ্গবন্ধু সেতু স্থাপনের পরবর্তী সময়ে এলাকার মানুষের জীবনযাত্রায় নানা রকম পরিবর্তন আসে। যমুনা সেতুর জন্য সংযোগ সড়ক এলাকার ভূমি ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আসে যা পেশাগত অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটায়। সংযোগ সড়ক এর জন্য বাংলাদেশ সরকার ভূমি অধিগ্রহণ করে যা প্রচলিত বাজার মূল্য হতে কয়েকগুন বেশি দামে, জমির দাম পেয়ে কিছু মানুষ কৃষি পেশা হতে অকৃষি পেশায় অর্থ বিনিয়োগ করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে হুরমুজ আলী (৬০) নামক একজন গ্রামবাসী বলেন,

> "২০-২৫ বছর আগেও যেখানে আমরা ক্ষেত-খামার করতাম এখন সে জায়গা রাস্তা-ঘাট দোকান পাটে পরিনত হয়েছে। এই গ্রামে গরুর গাড়ী, ভ্যান গাড়ী ছাড়া কোন যান চলাচল করতনা; আর এখন গাড়ীর শব্দে রাইতের বেলাতেও ঘুমাইতে পারিনা। কৃষি জমিগুলার উপর দিয়া নানা রকমের গাড়ি চলে; ইট ভাটা বা পেট্রল পাম্প তৈরী হয়ে গেছে। এ গাড়ী যায় যা কল্পনারও বাইরে। অনেক জমি সরকার নিয়া গেছে, রাস্তা তৈরী হইছে। আবার অনেক জমি শহরের মানুষ আইসা কিনা নিছে। জমির ব্যবসা এখন লাভ জনক। ১০ বছরে এক জমি ৩-৪ বার হাত বদল হয়। কৃষি জমির পরিমান কমে গেছে। আজকাল পোলাপাইনে চাষাবাদ করতে চায়না। খুব কম মানুষই চাষাবাদ করে তাও আবার মেশিন দিয়া।"

একটা বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই গ্রামের নতুন প্রজন্মের অনেকেই কৃষি পেশাকে 'সম্মানজনক' মনে করে না। এ কারণে কৃষি খাতের চেয়ে অকৃষিকাজের পেশাকেই তারা প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বঙ্গবন্ধু সেতু স্থাপনের পরবর্তী সময়ে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেককেই দেখতে পাওয়া গেছে জমি বিক্রি করে শহরে গিয়ে দোকান ক্রয় করে ব্যবসায়ী পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। শিবপুর গ্রামে এখন কৃষি কাজের প্রাদুর্ভাব কমে গেছে। তবে এখানে শিল্পায়নও হয়নি। জমি বিক্রি করে ব্যবসায়ের কারণে টাঙ্গাইল

শহরে অভিবাসনের হারও বেড়ে গেছে। ভূমিহীন বা স্বল্প পরিবারের সন্তানরা এলাকাগত পরিচিতির মাধ্যমে শহরের দোকানগুলোকে বিক্রয়কর্মী হিসেবে নিয়োজিত হচ্ছে যা স্থানীয়ভাবে 'কর্মচারী' পেশা হিসেবে পরিচিত। এক্ষেত্রে যুবক সমাজের অনেকেই ধারণা পোষণ করেন যে, কৃষিকাজে যে পরিমাণ শ্রম দিতে হয়, প্রযুক্তির জন্য নগদ অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়,ফসল বিক্রি করে সে পরিমান অর্থ আসেনা এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আয় ব্যয় সমান। তাই তারা কৃষি কাজে অংশগ্রহন না করে চাকুরিকে প্রধান্য দিয়ে থাকেন, যেখানে মাস শেষে নগদ অর্থের নিশ্চয়তা থাকে। জমির মূল্য বেড়ে যাওয়ায় সেখানে কৃষি কাজ না করে জমি ভাড়া দিলেও ক্ষেত্র বিশেষে কৃষি কাজের চেয়ে অধিক উপার্জন সম্ভব। আবার অনেক যুবককেই মোটরযান শ্রমিক বা মেকানিক হিসেবে কাজ করছে বা ব্যাটারী চালিত অটোরিক্সা চালনার কাজে নিয়োজিত হতে দেখা গেছে। স্বল্পশিক্ষিতদের অন্যান্য চাকুরী নিয়ে অভিবাসন এর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

শুধুমাত্র জমি বিক্রিয়কারীরাই পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক ভাবে অধিকতর স্বচ্ছল জীবনযাপন করছেনা, ভূমিহীন বা স্বল্প ভূমির মালিকরা যারা পূর্বে দিনমজুরের কাজ করতো তাদের পরবর্তী প্রজন্ম অকৃষি খাতে যাবার ফলে তাদের জীবনযাত্রায়ও পরিবর্তন এসেছে। এধরণের ব্যবস্থাপনা গ্রামীণ যৌথ পরিবারের চিত্রও পাল্টে ফেলেছে। অনেক ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠদের গ্রামে অবস্থান ও সন্তানদের শহরে বাসস্থান স্থাপনের মাধ্যমে একক পরিবারমূখী হবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আবার অনেকক্ষেত্রেই পুরো পরিবারকেই শহরে অভিবাসিত হতে দেখা গেছে। পরিবার এর 'ভাঙ্গন/গড়ন' সামাজিক টানাপোড়ন এর চিত্রও এখানে স্পষ্ট যা চিরায়ত ভূমিভিত্তিক পেশাজীবিকার মাধ্যমে পরিচালিত পারিবারিক কাঠামো থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন। এ ধরনের পরিবর্তনশীল জ্ঞাতিসম্পর্ক/পারিবারিক সম্পর্ক অনুসন্ধানের জন্য প্রেক্ষাপট ভিত্তিক নিবিড় গবেষণা দাবী রাখে।

৪. গ্রামে শিল্পায়নের প্রভাবঃ

সুনির্দিষ্টভাবে গ্রামের শিল্পায়নের প্রভাব নিয়ে গবেষণা অপ্রতুল থাকলেও গ্রামীণ সমাজ গবেষণায় অনেক গবেষকই তার মূল কাজের অংশ হিসেবে শিল্পায়নের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। মূখার্জী (১৯৭১), বগুড়ায় ৬ টি গ্রামে গবেষণা করেন, যার একটি গ্রামে শিল্পায়নের প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে শিল্পের সাথে সংযোগ ব্যতীত গ্রামীণ সমাজকে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পরেছে। সমসাময়িক কালে গ্রামে শিল্পায়নের প্রভাব বহুমূখী- কৃষি জমিতে শিল্পায়ন স্থাপন, কাজের জন্য শহরে অভিবাসন, সনাতন কৃষি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনসহ বাজার ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার প্রাদুর্ভাব, সর্বোপরি এগ্রো বেজড ইন্ডাস্ট্রির উত্থান।

এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, ৮০ এর দশক হতে কৃষিতে ক্রমবর্ধমান হয়ে যেভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে শিল্প কারখানার সাথে দিন দিন যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সনাতনী প্রযুক্তি যেখানে গৃহ হতে উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ করা হত এখন তা শিল্প কারখানা (industry) হতে উৎপাদনের উকরণ সংগ্রহ করতে হয়। কৃষিতে

নতুন ধরণের বাজার ব্যবস্থার উত্থান ঘটে। এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রামীণ মানুষ নতুন ধরণের সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন শুরু করে। একই সাথে বাংলাদেশে শিল্লায়ন গ্রাম এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করছে। কৃষি জমিতেও শিল্প কারখানা স্থাপিত হচ্ছে যা গ্রাম শহরের দূরত্বকেও কমিয়ে আনছে। তাই গ্রামীণ সমাজের কাঠামোতে শিল্লায়নের বহুমুখী প্রভাব এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রমাণ প্রয়োজন। নিম্নে এথনোগ্রাফিক উদাহরণ এর মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হল।

ক. কৃষি জমিতে শিল্লায়ন ঃ

ঢাকার পার্শ্ববতী জেলাগুলোতে কৃষি জমিতে শিল্লায়ন এর ঘটনা নতুন নয়। তবে ক্রমবর্ধমান হারে এই শিল্লায়ন কৃষি জমি এমনকি বনায়ন এর উপরও প্রভাব বিস্তার করছে। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতেও এর বহুমুখী প্রভাব ফেলছে যা গ্রামের কাঠামোগত পরিবর্তন করছে এবং আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন এনেছে। গবেষণা এলাকাতে (টাঙ্গাইল) দেখা গেছে বিগত দশ বছরে কৃষি জমিতে বেশ কিছু ইট ভাটা স্থাপিত হয়েছে। যে ইট ভাটার পূর্বের মালিকদের নিকট থেকে লীজ নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে বা অনেক ক্ষেত্রে ইটভাটা কতৃপক্ষ পূর্বের মালিকদের কাছ থেকে নগদমূল্যে ক্রয় করে নিয়েছেন। এ ধরনের পরিবর্তন জমির মালিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আনলেও যারা ভূমিহীন বা দিনমজুর হিসেবে কৃষি কাজ করতে তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার বাড়ছে। ইটভাটার শুরুর দিকে কিছু মানুষ এখানে শ্রমিক হিসেবে যুক্ত থাকলেও বর্তমানে এই শিল্পের আধুনিকায়নের ফলে অধিকাংশ কাজ এখন মেশিন দ্বারা সম্পাদিত হয় তাই এখানে কর্মের পরিসরও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। শুধু ইটভাটাই নয় সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পার্শ্বের কৃষি জমিগুলো বৃহৎ শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

অনেক বিশেষায়িত শিল্প কারখানাই বর্তমানে চালু হয়ে গেছে যা কৃষি জমি তথা কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর শ্রমের প্রান্তিকীকরণ ঘটাচ্ছে। আমি গবেষণার পূর্বে অনুমান করে নিয়েছিলাম যে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীই সম্ভবত: এই শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছে। কিন্তু গবেষণা এলাকার বিশেষায়িত কারখানা যেমন- ফার্মাসিটিউক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, মেটাল ইন্ডাস্ট্রি বা গ্লাস ফ্যাক্টরির মতো প্রতিষ্ঠান সেহেতু স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন বা স্বল্প শিক্ষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষজন সেখানে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হতে পারে না। এসব ফ্যাক্টরীগুলোতে শহর থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা চাকুরি পায়। এ প্রসঙ্গে কেরামত আলী (৬০) বলেন,

> আমাগো গ্রামের জমিতে ফ্যাক্টরি স্থাপন করলেও আমাগো কোন কাজ দেয়না। কাজের জন্য গেলে বলে এখানে নাকি কাজ করতে হলে শিক্ষিত হইতে হব, ট্রেনিং লাগবো। আমরা এখন ট্রেনিং পামু কই। বাইরের মানুষ আইসা গ্রাম ভইরা গেছে, তারাই কারখানায় কাজ করে। আমরা এখন নিজ এলাকায় পরবাসি। আমাগো কোন লাভ নাই।

এক্ষেত্রে শহর থেকে গ্রামে চাকুরির জন্য অভিবাসন করতে দেখা যায়। এ ধরণের অভিবাসন গ্রামের কাঠামোগত পরিবর্তনেও প্রভাব ফেলছে। শিল্প কারখানার জন্য যেমন হাইরাইজ দালানকোঠা তৈরি হচ্ছে তেমনি সেখানে চাকুরীরত জনগোষ্ঠীর বাসস্থানের জন্যও দালান কোঠা তৈরী হচ্ছে।

বাংলাদেশের 'আভ্যন্তরীন অভিবাসন' সম্পর্কিত গবেষণাগুলোতে শুধুমাত্র গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেও এ ধরনের শহর হতে গ্রামে অভিবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা অপ্রতুল। যদিও গ্রাম থেকে শহরে যে পরিমান মানুষ অভিবাসিত হয় সে তুলনায় শহর হতে গ্রামে অভিবাসনের হার খুবই নগন্য। তবে গ্রামীণ সমাজ এর পরিবর্তনশীলতা বুঝতে গেলে এ ধরণের অবস্থা বুঝবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গবেষণা এলাকাতে দেখা গেছে শিক্ষিত বা পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর চাকুরির উদ্দেশ্যে গ্রামে আসার ফলে যেমন গ্রামের কাঠামোগত পরিবর্তন আসতে তেমনি পরিবর্তিত হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার। গবেষণা এলাকাতে দশ-পনের বছর আগেও কাঁচা বাজার বা টাট এবং দু-একটি চা এর দোকান ছাড়া কোন বাজার ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বেকারী সপ, বৃহৎ মুদি দোকানসহ নানা ধরনের বাজার গড়ে উঠেছে পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যাংক-বীমার মতো কার্যালয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠী যাদের পূর্ব পুরুষ কৃষির সাথে যুক্ত ছিল তারা অনেকেই এ ধরনের বাজার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হচ্ছে। যাদের এ ধরনের বাজার প্রতিষ্ঠার আর্থিক সামর্থ নাই তারা গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসিত হচ্ছে নতুন কর্ম ক্ষেত্রের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের হার অনেক যার বর্ণনা পৃথক একটি অংশে আলোচিত হবে।

খ. প্রযুক্তিয়ায়নঃ সনাতনী হতে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন

ষাট ও সত্তর এর দশক হতে কৃষি ক্ষেত্রে 'সবুজ বিপ্লব' এর আবির্ভাব সনাতনী কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন আসে যা গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রযুক্তির বিস্তার শুধু পদ্ধতিরই পরিবর্তন আনে না, পারিবারিক কাঠামো, সমাজ কাঠামো এমনকি গ্রামীণ বাজার ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন করে। পূর্বে মানব শ্রম বিশেষত গৃহের নারী শ্রম থেকে শুরু করে মাঠে পুরুষের শ্রম কৃষি উৎপাদনে যেখানে মূখ্য ভূমিকা পালন করতো সেখানে প্রযুক্তিয়ান তার অনেকাংশেই প্রান্তিকীকরণ ঘটায়। বীজ, সার, কীটনাশক সংরক্ষণ ও তৈরীতে যেখানে গৃহের নারীর শ্রমের গুরুত্ব ছিল বর্তমানে প্রেক্ষাপট পাল্টে তা বাজারের সাথে সম্পর্ক তৈরি করছে। নারী কৃষি কাজ থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েছে। একই ভাবে পুরুষের শ্রমের গুরুত্বও হ্রাস পাচ্ছে যেখানে ট্রাক্টর, পাম্প ব্যবহার করে সেচ, নিড়ানীর কার্য সম্পাদিত হচ্ছে। কৃষি কাজ হতে বিযুক্ত জনগোষ্ঠী বেকারত্বের দিকে ঝুকছে। এ প্রসঙ্গে কেরামত আলী (৫০) বলেন, "এই গ্রামে কৃষি কাজে প্রায় ৩০০ মানুষ নিয়োজিত থাকতো এখন মেশিন আসায় সেই কাজ ৫-১০ জন মানুষই শেষ করে ফেলে, ক্ষ্যাতে আর কাজ নাই।"

এই প্রযুক্তির মালিকানা গ্রামের সামাজিক স্তরায়নকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রযুক্তি ক্রয় করতে যে নগদ অর্থের প্রয়োজন তার ব্যয় গুটি কয়েক মানুষ সরবরাহ করতে পারে। ফলে ক্ষুদ্র কৃষকও কৃষি কাজ থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ছে। সার-কীটনাশক এর মতো প্রাত্যহিক কৃষি

উপকরণ বিক্রীর জন্য গ্রামেও নতুন বাজার ও বিজ্ঞাপন ব্যবস্থার প্রসার ঘটছে যা কয়েক দশক পূর্বেও ছিল অনুপস্থিত। ট্রাক্টর পাম্পের মতো মেশিনারিজ মেরামতের জন্য ছোট পরিসরে মেরামত কেন্দ্রের আবির্ভাব গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে অনেকটাই নতুন সংযোজন। এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, প্রযুক্তিয়ানও সে প্রেক্ষাপটে বাজার এর সম্প্রসারণ শুধু কৃষি ক্ষেত্রেই নয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষত মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট এর ব্যবহার গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর বাজার ব্যবস্থায় নতুন সংযোজন। ফোন রিচার্জ এর দোকান, মোবাইল ফোন এ গান ডাউনলোড যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে তেমনি নতুন নতুন বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেরও সৃষ্টি করেছে। যুবক সম্প্রদায়ের কাছে ফেসবুক, Youtube ব্যবহার খুব জনপ্রিয় হলে স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নিকট এর প্রাথমিক ব্যবহার দূরূহ কাজ। গবেষণা এলাকাতে বেশি কিছু দোকান দেখতে পেয়েছি যেখানে স্বল্প শিক্ষিতদের মাঝে অর্থের বিনিময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর অ্যাপস ডাউনলোড করে দেয়া হয়। একটি দোকানের সাইনবোর্ডে লিখিত বিজ্ঞাপনের ভাষা এরূপ- "এখানে ফেসবুক, ইউটিউব সহ সকল ধরনের গান ডাউনলোড করা হয়, ট্রেনিং এর ব্যবস্থা রয়েছে।" আর একটি সাইনবোর্ডে লিখা- "১০ টাকার বিনিময়ে ফেসবুক ডাউনলোড করা হয়; ১০০ টাকার বিনিময়ে ফেসবুক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; ফেসবুক প্রশিক্ষণ নিলে ডাউনলোড ফ্রি"।

তবে এ ধরনের বাজার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ কিছু সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের চাহিদা মেটালেও গ্রামের পুরুষ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের চাহিদা মেটাতে অপ্রতুল। কৃষিতে প্রযুক্তিয়ায়ন বৃহৎ সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে কৃষি হতে বিযুক্ত করেছে। এক্ষেত্রে আমার জিজ্ঞাসা ছিল এই বৃহৎ বেকার জনগোষ্ঠী কীভাবে জীবনযাপন করে। বৃহদাংশে এর উত্তর পার্শ্ববর্তী জেলা গাজীপুর ও সাভার এ গার্মেন্টস এ চাকুরি। বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিবাসন ছাড়া গ্রাম এর সমাজ কাঠামো ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। গবেষিত গ্রামে জনগোষ্ঠীদের মাঝে আভ্যন্তরীণ অভিবাসন ও বিদেশে বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসন প্রবণতা রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এই অভিবাসনের প্রভাব বহুমূখী, জ্ঞাতিসম্পর্ক, পরিবার কাঠামো হতে শুরু করে কাঠামোগত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথেও অভিবাসন নানাভাবে সম্পর্কিত। পরবর্তী অংশে অভিবাসন ও গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার সম্পর্ক ও প্রভাব আলোকপাত করা হবে।

৫. অভিবাসন ও গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা

সমসাময়িক কালে বৈশ্বিক বিদ্যাজাগতিক পরিসরে 'অভিবাসন' একটি বহুল প্রচলিত প্রত্যয় হিসেবে চিহ্নিত। নগরবিদ, অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে অভিবাসন এর ফলে দ্রুত নগরায়ন, রেমিটেন্স, কর্মসংস্থান সহ নানা বিষয় নিয়ে গবেষণার প্রবণতা লক্ষণীয়। গ্রাম থেকে শহুরে সমাজে অভিবাসন যেমন আগ্রহের জায়গা হিসেবে গবেষকদের আকৃষ্ট করেছে তেমনি বিদেশে অভিবাসন ও রেমিটেন্স এর প্রবাহ বৃদ্ধিসহ ডায়াসপরিক কমিউনিটি নিয়ে গবেষণার আগ্রহেরও কমতি নেই। একই সাথে অভিবাসন গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে কীরূপ প্রভাব ফেলে সে বিষয়েও সীমিত পরিসর হলেও গবেষকদের আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় (রানা, ২০১৪; মেহেদী, ২০১৪)। অভিবাসনের

ফলে অর্থনৈতিক প্রবাহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সাবলম্বীতার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিয়ে গবেষকদের কাজ গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর পুর্নঃসঙ্গায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক অর্থে, 'অভিবাসন' ব্যতীত বর্তমানে গ্রামীণ সমাজ কাঠামো ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গ্রামের পরিবার, জ্ঞাতিসম্পর্ক, রাজনীতি, অর্থনীতির অভিবাসন প্রক্রিয়া দ্বারা ভিন্ন রূপে আবর্তিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে গ্রামীণ সমাজে পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্ক নিয়ে গবেষকদের আগ্রহ দীর্ঘ দিনের। পরিবার ও জ্ঞাতিসম্পর্কের পৃথকীকরণ, ভাঙ্গন, বংশ প্রথা নির্ধারণ নিয়ে গবেষণা নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানকান্ডের ঐতিহ্যের সাথে ওতোপ্রতভাবে জড়িত। বেশিরভাগ গবেষক যৌথ পরিবার এর ভাঙঁন, জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যে ভূমি নিয়ে দ্বন্দকে প্রাধান্য দিলেও অভিবাসন কীভাবে পরিবার এর ভাঙ্গন-গড়নে ভূমিকা রাখে সে বিষয়ে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। আপাতদৃষ্টিতে অভিবাসন গ্রামের যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখলেও তা আবার নতুন ধরনের সম্পর্কের জালে কীভাবে আবদ্ধ করে তা আমার গবেষণার ক্ষেত্রে একটা অনুসন্ধানের জায়গা ছিল। অভিবাসন গ্রামীণ যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন ঘটাচ্ছে এটা ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য, এবং এটিও দৃশ্যমান যে, অভিবাসনের ফলে গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে মানুষজন একক পরিবারের মধ্যে জীবনযাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ছে। যদিও এটি সাধারনীকরণ মনে হতে পারে তবে এটা গবেষণা এলাকার বহু পরিবারের বাস্তবতা যে, স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোর যুবক জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থানের প্রধান উপায় হিসেবে শহরে গিয়ে গার্মেন্টস এর চাকুরিকেই প্রাধান্য দেয়। স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ কাজে নিয়োজিত হবার সুযোগ বাংলাদেশে অন্যান্য সেক্টরের থেকে অনেকটাই সহজ। তবে পরিবার এর বয়োজ্যেষ্ঠ অর্থাৎ মা-বাবা, দাদা-দাদীরা গ্রামেই বসবাস করে। বিবাহিত বা বিয়ের পর অভিবাসিত পুরুষরা কর্মক্ষেত্রের পাশ্ববর্তী এলাকায় পরিবার গঠন করে যাকে একক পরিবার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বাসস্থানের ভিন্নতা থাকলেও এখানে 'ভাঙঁন' বলাটা সবক্ষেত্রে খাপ খায়না। অভিবাসিত অনেকেই তার গ্রামের পরিবার বা আত্মীয় স্বজনদের মাসিক খরচও সরবরাহ করে থাকেনা আবার এটাও দেখা গেছে যে, অভিবাসিত সন্তানদের আপদকালীন সময়ে যোগান হিসেবে বাবা মাকে গ্রামের সম্পত্তিও বিক্রি করে যাচ্ছেন। বিদেশে অভিবাসনকারীদের মধ্যে এই প্রবণতা খুবই বেশি। রেমিটেন্স এর প্রবাহ গ্রামের বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তন এনেছে। গ্রামে বাসস্থানের জন্য যেমন দালান কোঠা তৈরি হচ্ছে ঠিক তেমনি সুপার মার্কেট এর মতো প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে যেখানে কর্মরত আছে অভিবাসিতের ভাই বা অন্যকোন আত্মীয়। এ ধরনের ব্যবসা বানিজ্য গ্রামের অর্থনীতি কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তন আনছে। তবে কিছু ক্ষেত্র কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগের ব্যাপারটিও লক্ষ্য করা গেছে। শুধুমাত্র বিদেশ অভিবাসনকারীরাই নয় অভ্যন্তরীন অভিবাসনকারীদেরও কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে দেখা গেছে। ট্রাক্টর-পাম্প ক্রয় করে তা ভাড়া খাটানোর ব্যাপারটিও এখানে অনেকটাই প্রচলিত।

বর্তমান সময়ে কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ অন্যান্য ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। বর্তমান সময়ে পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি এবং মাছ চাষ প্রকল্পও লাভজনক ব্যবসা হিসেবে পরিচিত। অভিবাসনকারীদের অনেকেই বেশ কিছুদিন পর জমানো টাকা নিয়ে গ্রামে ফিরে এসে মাছ চাষ বা হাস-

মুরগীর খামার দিচ্ছে। পুকুর কেটে মাছ চাষ বা হাঁস-মুরগীর খামার এখন গবেষণা এলাকায় অনেকটাই জনপ্রিয় ব্যবসা। নিজ বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বেকারত্ব ঘুচাতেও এটা গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন বিষয় হিসেবে সংযোজিত হয়েছে।

অপরদিকে নারীদের গার্মেন্টস শিল্পে কর্মের সুযোগ তৈরি হওয়ায় নারীদের শহরে অভিবাসন সাম্প্রতিক বছর গুলোতে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় নতুন অভিজ্ঞতা। বিশেষত: অস্বচ্ছল পরিবারের পুত্র সন্তানদের পাশাপাশি কন্যা সন্তানরাও পরিবারের স্বচ্ছলতা আনতে ভূমিকা রাখে। গবেষণা এলাকার গ্রামগুলোতে যেখানে কন্যা সন্তানদের স্কুলে যাওয়াটাই স্বপ্নের ব্যাপার ছিল এখন গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তনেও তা ভূমিকা রাখছে। নারীদের কর্মের জন্য শহরে অভিবাসন খুবই সাম্প্রতিক ঘটনা। শুরুর দিকে ১০ বছর আগে নারীদের বাইরে কাজ করাটাই 'সমাজ' খাবার দৃষ্টিতে দেখতো যা এখন স্বাভাবিক ভাবে দেখা হয়। অস্বচ্ছল পরিবারে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য যে খরচ সরবরাহ করা কষ্টের ব্যাপার ছিল সেক্ষেত্রে অভিবাসিত চাকুরিজীবি নারীরা নিজের বিয়ের খরচ নিজেরাই সংগ্রহ করছে।

পূর্বের অংশে উল্লেখ করা হয়েছে গ্রামের শিল্পায়ন এনজিও এর বিকাশ শহর থেকে শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষকে গ্রামে এসে চাকরি করতে হচ্ছে, যে জন্য গ্রামে কিন্ডার স্কুল, ব্যাংকসহ নানা প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে যেখানে স্থানীয়রা নতুন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবন পরিচালিত করছে। তাই অভিবাসন এর এই বহুমুখী অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রামীণ সমাজের মানুষ নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করছে। পূর্বে যেখানে গ্রামের অর্থনীতি, রাজনীতি ও মর্যাদার সাথে ভূমির মালিকানা প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে সেখানে বর্তমানে ভূমিহীন পরিবারের সন্তান ও অভিবাসন এর ফলে অর্থ যোগার করা তা গ্রামে বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন ধরনের সামাজিক শ্রেণীর সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে। বিদেশ ফেরত অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি গ্রামে নিজেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে। শুধু অভিবাসন নয়; সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় রাজনৈতিক প্রভাব গ্রামীণ রাজনৈতিক কাঠামোকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে যার আলোচনা পরবর্তী অংশে এথনোগ্রাফিক উদাহরণের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬. গ্রামীণ রাজনীতির পরিবর্তন

সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষনে বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ঐতিহাসিক ভাবে ইনফরমাল রাজনৈতিক কাঠামো হিসেবে ব্যাখ্যা করা হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইনফরমাল রাজনৈতিক কাঠামো বলতে সাধারত গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার ভূমি কেন্দ্রিক মর্যাদা ও বংশীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা কাঠামোকে চিহ্নিত করা হয়েছিল যা জাতীয় বা শহুরে সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো হতে ভিন্ন। ম্যাক্স ওয়েবার অনুসরণে অনেক গবেষকই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বিশ্লেষন করতে গিয়ে দেখান যে, এখানকার দ্বন্দ্ব নিরসনে যে শালিশ ব্যবস্থা প্রচলিত সেখানে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ, মসজিদের ইমাম, পুরোহিত, স্কুল শিক্ষকদের মতামতের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কিন্তু দুই দশকে এর চিত্র বহুলাংশে পাল্টে যায়।

জাতীয় রাজনীতির প্রভাব গ্রামীণ রাজনীতির ইনফরমাল চরিত্রকে পাল্টে ফেলেছে। ৯১ এর সংসদীয় ব্যবস্থার প্রর্বতনের মাধ্যমে এই পরিবর্তন শুরু হলেও সর্বশেষ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে এর চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পায়।

বর্তমান সময় কালে শালিস/বিচার এ ধরনের ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকলেও তার নিয়ন্ত্রন করে জাতীয়ভাবে ক্ষমতাশীল দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যেখানে উচ্চ বংশীয় ব্যক্তি বা ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রভাব নেই বললেই চলে। সর্বশেষ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নির্বাচনের প্রতীকের মাধ্যমে যা কিনা ইনফরমাল রাজনৈতিক চরিত্রকে পুরোপুরি পাল্টে ফেলেছে।

তবে গ্রামীন এলাকাতে সালিস এর মতো বিচার ব্যবস্থা এখনো প্রচলিত থাকলেও গ্রামে এখন বংশীয় ক্ষমতা বা মাতবর প্রথা এখন নেই বললেই চলে। শালিস কার্যক্রমে ইউপি মেম্বার ও তাদের নেটওয়ার্ক এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিগত দুই দশকে রাজনৈতিক এবং বিচারিক কার্যক্রম এখানে অনেকটাই পাল্টে গেছে। একই সাথে অপরাধ/দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন এসেছে। পূর্বে যেখানে জমি সংক্রান্ত বিরোধ, পরিবারের অংশীদারদের ফসল ভাগাভাগি নিয়ে যে বিরোধ বা তালাক সংক্রান্ত বিরোধ দ্বন্দ্বের প্রধান জায়গা ছিল এখন তার অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। নারী নির্যাতন, ইভ টিজিং, ছিনতাই বা তালাক এখন দ্বন্দ্বের কারণ হিসেবে পরিলক্ষিত হলেও জমি সংক্রান্ত বা ফসলের ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ এখন খুব একটা দেখা যায় না। তবে গ্রামের লোকজনের ভাষ্য মতে, পূর্বের চেয়ে বিচারে এখন স্বজনপ্রীতি বেশী দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের দলীয় অনুগতদের সুবিধা দিতে গিয়ে ন্যায় বিচার থেকে গ্রামের জনগোষ্ঠীদের বঞ্চিত করেছে। আবার বিচারিক কার্যক্রমে অর্থনৈতিক লেনদেন এর বিষয়টিও অনেকাংশেই দেখা যাচ্ছে। জমির ফসল বা মালেকানা নিয়ে জ্ঞাতি সম্পর্কের মানুষদের মধ্যে বিরোধ কম থাকলেও জমি বিক্রী নিয়ে এখন নতুন ধরনের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটছে, যার মিমাংসার জন্য এখন আদালতের স্বরনাপন্নও হতে হচ্ছে। নেতৃত্ব বিষয়টির প্রতি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাচ্ছে। এখন নেতৃত্ব অনেকটা পেশাগত বিষয়য়ে পরিনত হয়েছে। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ বলেন,

> "গ্রামে এখন অনেক মানুষই রাজনীতি করে জীবন ধারণ করে। এধরণের পেশার অস্তিত্ব খুবই সাম্প্রতিক। তারা রাজনীতি করলেও মূলত সাধারন মানুষের নিকট হতে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে "সহায়তামূলক" কাজ করে থাকেন। এলাকায় জমি বিক্রী, শহরের চাকুরি সংস্থানের তদবির বা বিভিন্ন অফিসিয়াল কাজের তদবিরমূলক কাজ গুলো তারা সম্পাদন করে দেন। ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারদের সাথে বা জেলা পর্যায়ের দলীয় নেতৃবৃন্দের অনুগত এই মানুষগুলো মূলত গ্রামীণ ক্ষমতাকাঠামোর কেন্দ্রে অবস্থান করছে।"

এমতাবস্থায় গ্রামীন ক্ষমতাকাঠামোর যে 'ইনফরমাল' চরিত্র তার অনেকটাই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গ্রামীন জনগোষ্ঠীর সামাজিক সম্পর্ক এমনকি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে এধরনের রাজনীতিকরণ প্রথাগত গ্রামীন মানুষের জীবনে বিভিন্নভাবে বিস্তার করছে।

৭. উপসংহার

প্রবন্ধে উল্লেখিত এথনোগ্রফিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয় যে, গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনের স্বরূপ বুঝতে হলে কৃষিতে আধুনিকায়ন, অভিবাসন ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন সহ বিভিন্ন বিষয়ের আন্তঃসম্পর্কতা এবং এই বিষয়গুলোর পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান জরুরী। গ্রাম-শহরের সংজ্ঞায়নের ধ্রুপদী সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যেখানে গ্রামকে দেখা হয় কৃষিভিত্তিক সমাজ হিসেবে আর শহরকে দেখা হয় শিল্পভিত্তিক সমাজ হিসেবে- এধরনের সংজ্ঞায়ন গ্রাম ও শহরের পরিবর্তনশীলতার স্বরূপ বোঝবার ক্ষেত্রে অপ্রতুল। পূর্বের কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামোতেও শিল্পায়নের প্রভাবে বর্তমানে গ্রামীণ সমাজের কৃষি এবং শিল্প পামাপাশি অবস্থান করতে পারে। একই সাথে গ্রামীণ সমাজের শ্রেণী কাঠামোকে শুধুমাত্র ভূমির সাথে সম্পর্কিত করলেও গ্রামীণ শ্রেণীকাঠামোর বহুমাত্রিকতা প্রকাশ পায়না। আভ্যন্তরীণ ও বিদেশে অভিবাসন, নতুন নতুন পেশার আবির্ভাবসহ ভূমি বহির্ভূত অন্যান্য আয় গ্রামীণ শ্রেণী কাঠামোকে নতুনভাবে সংগঠিত করে। রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনও আয়ের নতুন পথকে সম্প্রসারিত করে। অভিবাসন শুধু আয়ের উৎসই নয়, সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তনেও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। শুধু গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনই নয়, গ্রামে শিল্পের বিকাশ, এনজিও কার্যক্রমের সম্প্রসারন সহ বিভিন্ন দাপ্তরিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে শহর থেকে গ্রামে অভিবাসনের বিষয়টি গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আনুপাতিক হারে এধরনের অভিবাসনের সংখ্যায় কম হলেও তা গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা, বাজার কাঠামো এমনকি রাজনৈতিক কাঠামোতেও প্রভাব বিস্তার করে। অপরদিকে অভিবাসনকে শুধুমাত্র পরিবার 'ভাঙন-গড়ন' বিষয়ের মধ্যদিয়ে না বুঝে পরিবারকে কিভাবে নতুন রূপে প্রতিস্থাপিত করে তার অনুসন্ধানও ছিল এই গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অভিবাসন যৌথ পরিবারের কাঠামোগত 'ভাঙন' বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্থানিক দূরত্ব বাড়ালেও পারিবারিক সদস্যদের মধ্যেকার অর্থনৈতিক যোগাযোগ এবং আয়ের অংশ গ্রামে বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করে। তাই অভিবাসন এর এই বহুমুখী অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রামীণ সমাজের মানুষ নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করছে। পূর্বে যেখানে গ্রামের অর্থনীতি, রাজনীতি ও মর্যাদার সাথে ভূমির মালিকানা প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে সেখানে বর্তমানে ভূমিহীন পরিবারের সন্তান ও অভিবাসন এর ফলে অর্থ যোগার করা তা গ্রামে বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন ধরনের সামাজিক শ্রেণীর সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোর যোগসূত্রতা গ্রামীণ রাজনৈতিক চরিত্রকে বহুলাংশে পাল্টে ফেলছে। অভিবাসন, কৃষির সাথে শিল্পের যোগাযোগ, আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ, এনজিও কার্যক্রমসহ কৃষি জমিতে ক্রমবর্ধমান শিল্প কারখানা স্থাপন এর মত আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়গুলো গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত যা গ্রামীণ জনসমাজকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে অভিযোজিত করে।

তথ্যপঞ্জী

Barden- Powel (1892) The Land-system of British India, Oxford, Clarendon Press

Betsy H. and Boyce, J. K. (1983) *A Quiet Violence: View from a Bangladesh Village*, London: Zed Press

Chowdhury, A. (1978) *A Bangladesh Village: A Study of Social Stratification*, Ananya, Dhaka.

Hafeez, Z. (1970) The Village Culture in Transition, East West Centre Press, Honululu.

Gilbert, S. (1918) *Some South Indian Villages* Volume 1 of Economic studies, University of Madras. H. Milford (ed.), Oxford University Press,

Karim, A.K.N (1956) *Changing Society of India and Pakistan*, Ideal Pulications, Dhaka.

Lewis, D. (1991) *Technologies and Transactions: A Study of the Interaction between New Technology and Agarian Structure in Bangladesh*, Published by Centre for Social Studies, Dhaka.

Maine, Henry James Sumner (1861) *Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas.* London: John Murray.

Mukherjee, R. (1971) *Six Villages of Bengal, Popular Prokasahn*, Bombay.

Nichlas, R W (1962) *Villages of Bengal Delta: A study of Ecology and Peasant Society*. Unpublished PhD Thesis University of Chicago.

Shah, A.M. (1973) *The Household Dimension of Family in India*, Orient Longman, Delhi.

আইয়ুব, সানা (২০০৪). *বাংলাদেশে কৃষক সমাজ পুনঃপ্রত্যয়ীকরণ*, (অপ্রকাশিত), এম.এস.এস. গবেষণা, নৃবিজ্ঞান বিভাগ , জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

আলম, সুলতানুল (২০০০). কৃষক সমাজে গৃহস্থালী শ্রেণীকরণ, জহির আহমেদ ও মানস চৌধুরী সম্পাদিত *চর্চা*, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

আরেফিন, হেলালউদ্দিন খান, (১৯৯৪), শিমুলিয়াঃ বাংলাদেশে পরিবর্তনশীল কৃষি কাঠামো, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জানসেন, এরিক জি. (১৯৯০). গ্রামীন বংলাদেশঃ সীমিত সম্পদের প্রতিযোগীতা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দিন খান (১৯৯৩), বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণী সংগ্রাম, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বার্টোচি, পিটার জে. (১৯৭০). 'অস্পষ্ট গ্রাম' প্রকাশক- ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, আগারগাঁও, শেরেবংলা নগর, ঢাকা (অনুবাদ ১৯৯২)।

পার্থ, রঞ্জন সাহা (২০০৮) নতুন কৃষিঃ বাংলাদেশে কৃষি কাঠামো পরিবর্তন, নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

মেহেদী, এ টি এম সাইফুল্লাহ (২০১৪) অভিবাসন, শিশু অধিকার ও সাম্প্রদায়িকতা, জহির আহমেদ সম্পাদিত নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমকালীন বাংলাদেশ, সার্ব, ঢাকা।

রানা, মাসুদ (২০১৪) অভিবাসনের গতিশীলতা ও আন্তঃসম্পর্ক, জহির আহমেদ সম্পাদিত নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমকালীন বাংলাদেশ, সার্ব, ঢাকা।

সুমন, মাহমুদুল (২০০৩) গৃহস্থালির প্রচলিত প্রত্যয়নঃ নারীর অধস্তনতা অনুধাবন কল্পে প্রত্যয়গত সীমাবদ্ধতা, এস. এম নুরুল আলম সম্পাদিত সমাজ, শরীর ও পরিবেশ, নৃবিজ্ঞানের প্রবন্ধাবলী, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।